একশো দিনের কাজ

- রনজীৎ গাঙ্গুলী

শোনো বন্ধু - শোনো বন্ধু,
শোনো দিয়ে মন ।
একশো দিনের কাজের কথা ,
করে যাই বর্ণন ।

২০০৫ সালে জন্ম দেওয়া,
২০০৬-এ রুপায়ন ।
গ্রাম-গঞ্জের অর্থনীতিতে
বাড়িয়েছে উন্নয়ন ।

এখন তবে জানব সবে,
এই কাজে কি কি প্রয়োজন ।
অঞ্চল অফিস গিয়ে
করবে জবকার্ড নথিভূক্তকরণ ।

১৮ বছর বয়স হলে,
জবকার্ডে সংযোজন ।
বছরে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে
মিটবে প্রয়োজন ।

নিজের অঞ্চলে কাজ হবে
করবে আবেদন ।
প্রতি বাংলামাসের প্রথম বুধবার
অঞ্চলে হবে রোজগার দিবস পালন ।

আরো কোথায় কাজ চাওয়া যায়
কারকাছে আবেদন ?
গ্রাম সহায়ক-সুপারভাইজার-পঞ্চায়েতদের কাছে
আবেদন নথিভূক্তকরণ ।

আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে পাবে
কাজে নিয়োজন ।
ঐ সময়ে কাজ না পেলে বেকার ভাতায়
মিলবে সংযোজন ।

একশো দিনের কাজের ক্ষেত্র
কি ভাবে হয় নির্বাচন ?
পাড়া বৈঠক - গ্রামসভা -সহভাগী
পরিকল্পনায় হয় রুপায়ন ।

ভিন রাজ্যের শ্রমিক কমিয়ে ,
নিজের এলাকায় উন্নয়ন ।
অতিরিক্ত আয় হচ্ছে তাই
পরিবারে বাড়তি উপার্জন ।

প্রতিবছর অক্টোবর মাসে হয়,
বিশেষ গ্রাম সভা গঠন ।
চাহিদা অনুযায়ী কাজের তালিকা
সেই সভায় পায় অনুমোদন ।

রাস্তা নির্মাণ, নালা-নর্দমা তৈরী,
জীবন দায়ী বৃক্ষরোপন ।
অনুর্বর জমিকে উর্বর করে,
সেচের কাজে পুকুর খনন ।

মৎস্য দপ্তর পোনা দেবে
হবে মৎস্য প্রতিপালন ।
প্রাণী দপ্তরের দেওয়া ছানায় ,
হাস-মুরগী পালন ।

রাস্তার ধারে গাছ লাগিয়ে,
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষণ ।
আম-কলা-লেবু-চা বাগান নির্মাণ,
মেটায় বাগিচা কৃষির প্রয়োজন ।

প্রতি পঞ্চাশজন শ্রমিক পিছু,
সুপারভাইজার একজন ।
গ্রাম পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব,
করবে কাজের পরিমাপকরণ ।

কাজ সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে,
হবে মজুরি প্রদয়ন ।
নগদে নয়, ব্যাঙ্কের খাতায়,
মিলবে সংযোজন ।

এইবার বলি এই কাজে
হলে অনিয়ম ?
গ্রাম পঞ্চায়েত-বি.ডি.ও-ডি.এম অফিসে,
করো নালিশ প্রেরণ ।

একশো দিনের কাজের ফলে,
এসেছে বিপুল পরিবর্তন ।
স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা ,
তারই বিশেষ লক্ষণ ।

আর কি বলব এই কাজের
সীমাহীণ বর্ণন ।
বিশদ জানতে তাই চলো যাই
গ্রামপঞ্চায়েতের করণ ।।

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Scanned by CamScanner